RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

১৮ ডিসেম্বর বুধবার ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪, মূল্য- ৩

18 DECEMBER WEDNESDAY 2024, PAGE- 4, RS-3

ভোট নেই, তবুও জনসংযোগে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফালাকাটা: রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে লোকসমাজে একটা কথা খুব প্রচলিত রয়েছে। ভোট এলেই জনগণের দুয়ারে এসে উপস্থিত হন নেতারা। সঙ্গে মেলে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভোট শেষ হলে তাঁদের টিকিটিও দেখা যায় না। কিন্তু ফালাকাটায় দেখা গেল এর ঠিক বিপরীত ঘটনা।

এখন ফালাকাটায় কোনও ভোট নেই। তবুও তৃণমূলের টাউন কমিটির নেতাদের দেখা যাচ্ছে এলাকায় জনসংযোগ করতে। ঠিক যেমনটা হয় ভোটের আগে। তবে তৃণমূলের নেতাদের দাবি, ভবিষ্যতের ভোটের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়ে আছে এখনকার এই জনসংযোগ কর্মসূচির। কাছাকাছি নির্বাচন বলতে একেবারে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। সেক্ষেত্রে এত আগে থেকে কেন এমন উদ্যোগ? প্রশ্নটি করতেই উত্তরে তৃণমূলের ফালাকাটা ব্লকের টাউন সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'বিধানসভা ভোট এখনও অনেক দেরি আছে ঠিকই। তবে আমরা সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকি। এজন্য রবিবার থেকে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছি। ১৮টি ওয়ার্ডেই লাগাতার এই জনসংযোগ যাত্রা চলবে। সেখানে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে প্রশাসনের মাধ্যমে তা সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' ত্রিনাথ সাহা এবং রাজেশ শুক্লাকে কর্মসূচির কোঅর্ডিনেটর করা হয়েছে। তাঁরাই দায়িত্ব নিয়ে ১৮টি ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি করছেন।

রবিবার সকালে বাগানবাড়ি এলাকার একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন টাউন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। দিনভর ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ যাত্রা করেন তাঁরা। বিকালে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। এরপর সন্ধ্যায় বাগানবাড়িতে হয় নাগরিক সভা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী সহ এলাকার সাধারণ মানুষ। নেতাদের সামনে পেয়ে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, ঘর সহ বিভিন্ন দাবি তোলেন শহরবাসী। দাবিগুলি পুরসভার কাছে পৌঁছে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন উপস্থিত নেতারা। তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে অবশ্য কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, 'তৃণমূল নেতারাই বলছেন তাঁরা মানুষের সমস্যা শুনবেন। আমাদের প্রশ্ন তাহলে পুরসভা কী করছে? তৃণমূলের কাউন্সিলাররা কি তাহলে মানুষের কথা শুনছেন না? আসলে এই ৩ বছরে শাসক দলের বোর্ড পুরসভায় তেমন কোনও কাজ করেনি যা মানুষের কাছে বলবে। তাই এখন কাউন্সিলারদের কাজ দলের নেতারা করছেন।' আর সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায়ের কথায়, পুরসভা তৃণমূল আর ফালাকাটা বিধানসভা বিজেপি দখল করে আছে। অথচ তারা মানুষের পাশে নেই। তাই ফালাকাটার তেমন কোনও উন্নয়নই হয়নি।'

ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন শুরু হলো খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৯ তম ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হল খুঁটি পুজো। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক। ১৪ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে খুঁটি পূজার আয়োজন করে 'বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব সমিতি'-র সদস্যরা। জানা গেছে, ডুয়ার্সের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে ২০০৫ সালে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে ডুয়ার্স উৎসবের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে মেলা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে বিশ্বের মানচিত্রে সাড়া ফেলে। এই মুহূর্তে ডুয়ার্স উৎসব ডুয়ার্সের এক ঐতিহ্যতে পরিণত হয়েছে। নানা ভাষা এবং নানান সংস্কৃতিকে নিয়ে প্রতিবছর এই উৎসব পালিত হচ্ছে। এবারও ১৯ তম ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে ২ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফলে সেই উৎসবের সূচনা করতেই এদিন খুঁটি পুজোর আয়োজন করা হয়। খুঁটি পুজোতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক, মাদারিহাটের বিধায়ক জয় প্রকাশ টোপ্পো, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কমিটির সদস্যরা।

সুরক্ষা বাড়াতে কাঁটা তার লাগছে জলপাইগুড়ি সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ২৯ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শুরু হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজ। একদিকে, অশান্ত বাংলাদেশ। যার প্রভাব পড়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। এরই মধ্যে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীন রয়েছে ২৯ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় জানান, কাঁটাতারের বেড়াবিহীন এলাকার মধ্যে কিছু অংশে নদী রয়েছে। সেই জায়গাটুকু বাদ দিয়ে বাকি এলাকায় বেড়া দেওয়ার বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল, বর্তমানে কাজ শুরু করেছে

সংশ্লিষ্ট দফতর। কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজটি সম্পন্ন হলে ভারতীয় সীমান্তের গ্রামগুলোতে বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপত্তা বাড়বে।

বাংলাদেশী পর্যটকদের জন্য আলিপুরদুয়ারে বন্ধ হল হোটেল পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: জাতীয় পতাকার অপমান, হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদে এবার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হল আলিপুরদুয়ারের হোটেলের দরজা। জেলা পুলিশ, প্রশাসনের কাছেও এই বিষয়ে চিঠি দিতে চলেছে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। শিলিগুড়ি এবং মালদার পর এবার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হল আলিপুরদুয়ার এর সমস্ত হোটেলের দরজা। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ উত্তপ্ত। ভারত এর সম্পর্কে একের পর এক নানান মন্তব্য করছে বাংলাদেশ। ভারতের জাতীয় পতাকা অবমাননাও করতে দেখা গিয়েছে। সেই সব সামনে রেখেই আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলা পর্যটনের জন্য অন্যতম জনপ্রিয় স্থান। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যেই রয়েছে চিলাপাতা, জয়ন্তী, বক্সা, জলদাপাড়া। শীতের মরশুমে পর্যটকদের ঢল নামে এইসব এলাকায়। হোটেল, হোম-স্টে গুলিতে জায়গা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশি পর্যটকরাও এসব জায়গায় সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। কিন্তু এবার বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই বাংলাদেশিদের ছাড় দেওয়া হবে না। বাংলাদেশীদের করা হচ্ছে বয়কট।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এবং আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনএর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বৈঠক করা হয়। সেখানে প্রায় সব হোটেল ও হোমস্টে মালিকরা উপস্থিত হন। সবাই এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের বাসিন্দাদের কাছেও এই বিষয়ে বার্তা দিতে চাইছেন তারা। তারা জানান, দেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার প্রতিবাদে বাংলাদেশিদের বয়কট করা হচ্ছে। সেই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল। এই বিষয়টি চিঠির মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছেও সংগঠনের তরফ থেকে জমা দেওয়া হবে।

বাস চালককে মারধরের অভিযোগ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে

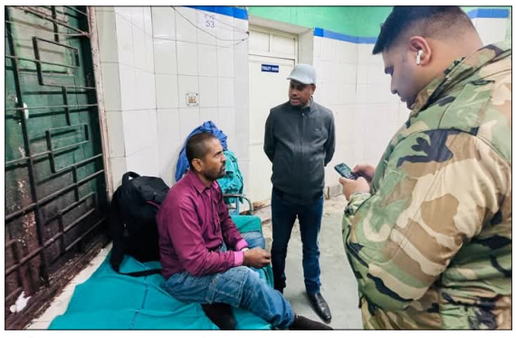

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আচমকাই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস চালককে মারধরের অভিযোগ উঠল এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। তা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১১ ডিসেম্বর বুধবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ ঘটে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার সুনীতি রোডে পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা রাস্তার মাঝে দুটি বাস আড়াআড়ি ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। জখম বাস কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পরে সেখানে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পালও ঘটনাস্থলে যান। পরে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পার্থপ্রতিম বলেন, "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। এরপরেই কর্মীরা অবরোধ তুলে নেন।" কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ওই ঘটনা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

স্থানীয় মানুষজন জানান, এদিন ওই বাসটি আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার শহরে প্রবেশ করে। পুলিশ লাইন পার সুনীতি রোড পার করে বাস ডিপোর দিকে যাচ্ছিল বাসটি। সে সময়ই একটি বাইক ওই বাসটির পিছনে ছিল। বাইকটি বাসটিকে ওভারটেক করে দাঁড়িয়ে পরে। অভিযোগ, ওই বাইকেই ছিলেন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী। বাইক থেকে নেমে তিনি হেলমেট খুলে বাসের চালককে মারতে শুরু করেন। বাস চালকের মুখে ও চোখে আঘাত লাগে। স্থানীয় মানুষজন সেখানে জড়ো হলে পুলিশ কর্মী চলে যান। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা। সেখানেই শুরু হয় অবরোধ। বাস কর্মীরা অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। কোতোয়ালি থানার পুলিশও সেখানে পৌঁছালে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

অশান্ত ওপার বাংলা, সীমান্ত লাগোয়া চৌধুরিহাটে মিলল পাকিস্তানের মর্টার শেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: হিন্দু নির্যাতন নিয়ে অশান্ত বাংলাদেশ। এই ইস্যুতে ওপার বাংলার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। টানাপোড়েনের মাঝেই এবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মিলল পাকিস্তানের মর্টার শেল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সকালে সীমান্তের কাঁটাতার ঘেঁষা ঝিকরি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বীজতলা তৈরি করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা হিতেন মোদক। মাটি খুঁড়তে গিয়ে সেসময় একটি ধাতব বস্তু খুঁজে পান বছর পঞ্চাশের ওই প্রৌঢ়। সেটা আসলে কী, তা তিনি বুঝে উঠে পারেননি। হিতেন সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানকে বিষয়টি জানান। পরে খতিয়ে দেখে বোঝা যায়, ওই ধাতব বস্তু আসলে একটি মর্টার শেল এবং তাতে পাকিস্তানের নাম লেখা।

বুধবার বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌছে মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করে ভারতীয় সেনার বম্ব স্কোয়াড। কীভাবে ওই মর্টার শেল এলাকায় এল, ওপার থেকে তা ছোড়া হয়েছিল কিনা, সেই সমস্ত প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে স্থানীয় মহলে। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিএসএফের তরফে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

রাজ্যভাগের দাবিতে পাঁচ ঘন্টা রেল অবরোধ গ্রেটারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আলাদা রাজ্যের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল সাতটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোচবিহারের জোড়াই রেলস্টেশন অবরোধের ডাক দিয়েছিল গ্রেটার। সে মতো আগের দিন রাত থেকেই গ্রেটার সমর্থকরা ওই স্টেশন চত্বরে ভিড় করতে শুরু করে। পৌনে সাতটা নাগাদই অবরোধ শুরু করে দেওয়া হয়। আগাম ঘোষিত অবরোধের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছিল রেল। দুটি ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়। তার মধ্যে একটি নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি বন্দেভারত এক্সপ্রেস। এছাড়া এগারোটি ট্রেনকে ঘুরপথে চলাচল করানো হয়। সেই তালিকায় রাজধানী, আনন্দবিহারের মতো ট্রেন ছিল। ওই ট্রেনগুলি নিউকোচবিহার-গোলকগঞ্জ-ফকিরাগ্রাম হয়ে চলাচল করে। অবরোধের কথা মাথায় রেল পুলিশ ফোর্সের বড় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। প্রায় পাঁচশ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়। তার মধ্যেই পাঁচ ঘন্টা ধরে রেল অবরোধ চলে। পরে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মণের সঙ্গে বৈঠক করেন রেল দফতরের কর্তারা। বংশীবদন ওই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে জানিয়ে আন্দোলন তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। বংশীবদন বলেন, "আমরা দুটি দাবিতে অবরোধ করেছি। এক ভারত ভুক্তি চুক্তি অনুসারে কোচবিহারের আলাদা রাজ্যের অধিকার দিতে হবে। দুই, রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফসিলের আওতায় আনতে হবে। আমার দাবি সম্পর্কে রেল দফতরের আধিকারিকরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। সে জন্যই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।" উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নিউ আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-সি রবি তেজা বলেন, "সমস্ত দাবিপত্র আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব। এ বিষয়ে যা বার্তা আসবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।" অবরোধের জেরে যাত্রী পরিষেবা ঘিরে সমস্যা তৈরি হয়। রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা প্রেস রিলিজ দিয়ে জানিয়েছেন, নিউ কোচবিহার, গোলকগঞ্জ, ফকিরাগ্রাম হয়ে বেশ কিছু ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীদের অসুবিধের কথা ভেবে একাধিক জায়গায় বাস ও ছোট গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়।

তিনবিঘায় 'সোনার বাংলা'

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেখলিগঞ্জ: মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর। যেখান দিয়ে মিলেমিশে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ। সেখানেই সোমবার বাংলাদেশের বিজয় দিবসে জনাকয়েক ভারতীয় শিল্পী হারমোনিয়াম, ঢোল, দোতারা নিয়ে কাঁটাতার ঘেঁষা এলাকায় গাইলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সেদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' অন্যান্য দিনের মতোই গতকালও ভারতীয় পর্যটকরা যেমন এসেছেন ঘুরতে, তেমনি বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ছুটির দিনে সেদেশের অনেকেই ঘুরতে এসেছেন তিনবিঘায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শুনে ভারতীয় পর্যটকরা যেমন দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান, তেমনি খানিকটা দূরে বাংলাদেশিদের কানে পৌঁছে গিয়েছিল গানটি। তাঁরাও গানটিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেদেশে কবিগুরুর লেখা জাতীয় সংগীত বদলানো নিয়ে সরব হয়েছেন অনেকে। তাঁরা চান রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা গানটির' পরিবর্তে অন্য কোনও জাতীয় সংগীত। এটা সাধারণ একাংশ বাংলাদেশির দাবি নয়, বর্তমান তদারকি সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার মুখে শোনা গিয়েছে। তারই প্রতিবাদে একেবারে বাংলাদেশের কোলে গিয়েই কুচলিবাড়ির শিল্পী মলিন রায়, শ্রেয়া সরকার, শম্পা সরকার, স্বপন রায়, ভানু সরকারের মতো শিল্পীরা প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন। শম্পার বক্তব্য, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলার গানটি বাঙালি জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে।' বাংলাদেশ সরকার বাঙালির আবেগের কথা ভেবে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা যাতে না করে তা নিয়ে সরব হন মলিন রায়। তিনি বলেন, 'এত সুন্দর গান কেন যে পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে বাংলাদেশ সেটাই বুঝছি না।' শ্রেয়ার দাবি, তারা জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করলেও করতে পারে। তাঁর দাবি, 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব এই গান গাইব।'

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে গতকাল বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজিবি'র পক্ষ থেকেও সীমান্তে এই দিনটি পালন করা হয়। সেখানে অবশ্যই 'আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়।' কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও একই সুর এপারেও একই সুর ভারতীয়দের গলায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত অবশ্য পালটাতে চান না সাধারণ বাংলাদেশি পর্যটকরা।

জীবন সিংহের ছবি হাতে আলাদা রাজ্যের দাবি উঠল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে জীবন সিংহকে সামনে রেখে আলাদা রাজ্যের দাবি উঠল কোচবিহারে। ৯ ডিসেম্বর সোমবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির সদস্যরা। দিনভর বিক্ষোভ হয় জেলাশাসকের দফতরের সামনে। সেখানে বক্তব্য রাখেন কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির নেতারা। ঘন ঘন কামতপুর লিবারেশন অর্গনাইজেশনের প্রধান জীবন সিংহের নামে ধ্বনি ওঠে। সংগঠনের অনেক সদস্যের হাতে জীবন সিংহের ছবি সাটানো প্ল্যাকার্ড ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কামতপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভানেত্রী তপতী রায়, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি অংশের নেতা অমল রায়, জীবন সিংহের বোন সুমিত্রা দাস বর্মণ। এদিনের বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দেওয়া গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি গোষ্ঠীর সভাপতি অমল রায় বলেন, "জীবন সিংহের নির্দেশেই আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। আমরা চাই অবিলম্বে সংবিধান মেনে কোচবিহার বৃহত্তর রাজ্য করা হোক। সে জন্য আন্দোলন জারি থাকবে।" কামতাপুর সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভানেত্রী তপতী রায় বলেন, "কোচবিহারের জেলাশাসকর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে তারা দাবিপত্র পাঠিয়েছি। জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে।"

কোচবিহার ঘিরে আলাদা রাজ্যের দাবি উঠছে দীর্ঘদিন ধরে। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দুই নেতা অনন্ত রায় (মহারাজ) তথা নগেন্দ্র বর্মণ ও বংশীবদন বর্মণ অনেকদিন ধরে আন্দোলন করছে। আবার কামতপুর পিপলস পার্টির মতো একাধিক সংগঠন আন্দোলন করেছে। এমনই বেশ কিছু সংগঠন নিয়ে কামতপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি তৈরি করা হয়। যদিও ওই সংগঠনে অনন্ত বা বংশী নেই। তৃণমূলের দাবি, বিধানসভা ভোটের আর দেড় বছর বাকি রয়েছে। তার আগে অশান্তি ছড়ানোই এর উদ্দেশ্যে।

চার বছর ধরে না দেওয়া বিদ্যুৎ বিল মেটালেন অভিষেক ব্যানার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সংসারে আর্থিক অনটনের কারণে চার বছর ধরে বাড়ির বিদ্যুৎ বিল দিতে না পারায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের ধলপল দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় খন্ড ছাট রামপুর এলাকার বাসিন্দা জগবন্ধু দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রী জটিল রোগে ভুগছিলেন। তার চিকিৎসা করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে। স্ত্রী গত হয়েছেন বেশ কিছুদিন হল। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকে। মানুষের কৃষি জমিতে দিনমজুরির কাজ করে কোনরকম সংসার চলছে এখন। জগবন্ধু দাস বলেন, "আমার নাতি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। এরই মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় খুবই সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। এই খবর আমার ছেলেকে জানাই। খবর শোনা মাত্রই আমার ছেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর অফিসে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানায়। আজ আমার বাড়িতে তৃণমূলের ১ ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ মন্ডল এসে খবর দেয় আপনার বাড়িতে আজ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।" পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে খুবই খুশি ও আনন্দিত জগবন্ধু দাস। অভিষেক ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন চার বছরের বিল মিটিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য।

আইশার-এর দুর্গাপুরে ই-স্মার্ট শিফট সহ প্রো 8035XM লঞ্চ

দুর্গাপুর: ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলস লিমিটেডের একটি ব্যবসায়িক ইউনিট আইশার ট্রাকস এন্ড বাসেস, দুর্গাপুরে ই স্মার্ট শিফ্ট অটোমেটেড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (এএমটি) সহ আইশার প্রো 8035XM লঞ্চ করেছে। এই উদ্ভাবন খনির কাজকর্মে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে ডিজাইন করা হয়েছে।

ই-স্মার্ট শিফ্ট অটোমেটেড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (এএমটি) সহ আইশার প্রো 8035XM মাইনিং-এর সময় যেকোনো চ্যালেঞ্জিং অবস্থার মোকাবেলা করতে প্রকৌশল করা হয়েছে। এটি ৩৫০ এইচপি এবং হাই বডি ক্যাপাসিটি অফার করে। এই গাড়ি চালকের আরাম এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, যার ফলে ফ্লিট মালিকরিও বিনিয়োগে উচ্চতর রিটার্ন পায়।

গগনদীপ সিং গম্ভক, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট - আইশার এইচডি ট্রাক বিজনেস, বলেছেন, "আইশার প্রো ৮০০০ সিরিজের টিপার ভারতীয় ট্রাকের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। দুর্গাপুরে এএমটি সহ আইশার প্রো 8035XM লঞ্চ চালকদেরর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে তাদের কাজের ও দক্ষতার উন্নতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।" আপটাইম সেন্টার দ্বারা এনাবেলড ১০০% কানেকটিভিটি এবং 'মাই আইশার' ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা সহ এই গাড়ি আইশারের বিস্তৃত পরিষেবা নেটওয়ার্ক দ্বারা সমর্থিত।

শপসির 'এন্ড অফ সিজন সেল' শেষ হচ্ছে ১৫ ডিসেম্বর

শিলিগুড়ি: শপসি তাদের বহু-অপেক্ষিত 'এন্ড অফ সিজন সেল' (EOSS) শুরু করতে যাচ্ছে। এই সেল চলাকালীন ৫০ লক্ষেরও বেশি স্টাইল ১৪৯ টাকার নিচে পাওয়া যাবে। এর ফলে শপসি ট্রেন্ডি এবং বাজেট-বান্ধব ফ্যাশনের জন্য প্রধান গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে। 'এন্ড অফ সিজন সেল' চলবে ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, শপসি হল ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল হাইপার-ভ্যালু প্ল্যাটফর্ম। 'এন্ড অফ সিজন সেল' চলাকালীন বছরের সবচেয়ে বড় ফ্যাশন সেলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশেষ 'ফ্ল্যাশ ফ্যাশন ডিল', 'স্টাইল লুট আওয়ার' এবং 'মেগা প্রাইস ক্র্যাশ' অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গ্রাহকরা পোশাক, এথনিক উইয়্যার, বাড়ির সাজসজ্জা এবং ফুটওয়্যার-সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির সামগ্রী সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটা করতে পারবেন। বছর-শেষের প্রবণতা ভিন্নধর্মী ফ্যাশনের দিকে অগ্রসর হওয়ায়, শপসির ইওএসএস স্টাইলিশ এবং বাজেট-বান্ধব পোশাকের জন্য বাড়তে থাকা চাহিদা পূরণ করছে, যা সবার জন্য ফ্যাশনকে সহজলভ্য করে তুলছে। ইওএসএস সেলের লক্ষ্য হিসেবে গ্রাহকদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের স্টাইল প্রকাশ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন শপসির বিজনেস হেড প্রথ্যুষা আগরওয়াল। উন্নত অ্যাপ ফিচার এবং ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশের সাহায্যে সকল ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে চায় শপসি।

ক্যাফে আকাশার 'ক্রিসমাস স্পেশাল মিল'

কলকাতা: 'ক্যাফে আকাশা' তাদের তৃতীয় বার্ষিক ক্রিসমাস স্পেশাল খাবারের উদ্বোধন ঘোষণা করেছে। এ হল মৌসুমি বিলাসের এক উদযাপন। এই খাবারে রয়েছে চিকেন মিন্স ক্র্যানবেরি পাই, একটি সুস্বাদু ক্রিসমাস পুডিং এবং পছন্দমাফিক একটি পানীয়। ২০২৪ সালের ১-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আকাশা এয়ারের নেটওয়ার্কে এই মিল সার্ভিস উপলব্ধ থাকবে, এবং এটি সহজেই প্রি-বুক করা যাবে আকাশা এয়ারের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ থেকে। উল্লেখ্য, 'ক্যাফে আকাশা' হল আকাশা এয়ারের অনবোর্ড মিল সার্ভিস।

ভ্রমণের সময় গ্রাহকরা যাতে ছুটির মৌসুমের প্রকৃত রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে আকাশা এয়ারের ক্রিসমাস স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ খাবারটি তৈরি করা হয়েছে ছুটির আনন্দ, বিলাসিতা এবং একসঙ্গে থাকার অনুভূতিকে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে।

আকাশা এয়ার ২০২২-এর অগাস্ট থেকে কার্যক্রম শুরু করার পর বিভিন্ন উৎসবের সঙ্গে যুক্ত আঞ্চলিক বিশেষ বিশেষ খাবার সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্যাফে আকাশা নিয়মিত তাদের মেনুতে নতুন সংযোজন করে, যাতে ৪৫টিরও বেশি খাবার অপশন, ফিউশন খাবার, আঞ্চলিক স্বাদযুক্ত অ্যাপেটাইজার এবং সুস্বাদু ডেজার্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে। আকাশা এয়ারের গ্রাহক-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এটিকে কোটি কোটি গ্রাহকের পছন্দের বিমান সংস্থা করে তুলেছে।

ভোডাফোন আইডিয়া-র ৪জি নেটওয়ার্কের অসাধারণ সাফল্য

শিলিগুড়ি: ওপেনসিগনাল-এর নভেম্বর ২০২৪ রিপোর্টে বিভিন্ন গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্যারামিটারে শীর্ষে অবস্থান করে ভোডাফোন আইডিয়া (ভি) কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের ৪জি নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। গ্রাহক অভিজ্ঞতার প্যারামিটারের মধ্যে রয়েছে ডেটা, ভয়েস, ভিডিয়ো এবং গেমিং। রিপোর্টটিতে সমস্যসঙ্কুল ভূখণ্ড এবং নগর এলাকায় ভি-র শক্তিশালী পারফরম্যান্সের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা ১২,০০০-এরও বেশি ৪জি সাইট দ্বারা সমর্থিত।

সম্প্রতি, ভি নতুন স্পেকট্রাম লেয়ার যোগ করে নেটওয়ার্ক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং প্রায় ১,০০০ অতিরিক্ত সাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সাফল্য ভি-র নেটওয়ার্ক পারফরম্যান্সে চলতে থাকা বিনিয়োগের প্রতিফলন, যা গ্রাহকদের চূড়ান্ত ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্রদান করতে উদ্ভাবনী অফার ও সার্ভিসের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে।

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের 'বড়তে রাহো' নতুন ব্র্যান্ড ফিল্মের পরবর্তী পর্ব

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড 'বড়তে রাহো' প্রচারাভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটি ফিল্ম নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য জীবনের প্রতিটি সাধারণ মুহূর্তকে উদযাপন করা। নতুন প্রচারাভিযান ব্যক্তিদের বর্তমান সময়ে সাহসের সঙ্গে বাঁচতে উৎসাহিত করবে। এটি সকলকে "একদিন আমি করব" থেকে "আজ আমি পারব"-তে নিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়। এটি দেখায় যে কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তা ব্যক্তিদের বর্তমান সময়ে স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করে। বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড জানায় যে ভুল কোনও ব্যর্থতা নয়; বরং ভুল থেকে শেখার পদ্ধতি বড়ই সহজ। সেজন্য তারা দুটি নতুন ব্র্যান্ড ফিল্ম- 'মিসটেক অ্যান্ড ড্রিমস' চালু করেছে।

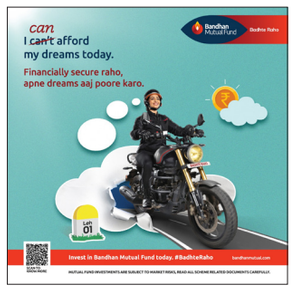

বিশাল কাপুর, সিইও, বন্ধন এএমসি, শেয়ার করেছেন, "গত বছর যখন আমরা 'বড়তে রাহো' চালু করি, তখন এটি মানুষকে প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করতে এবং ছোট ছোট জিনিসে আনন্দ খুঁজে পেতে উৎসাহিত করেছিল। এবছর, আমরা এটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

আনন্দ উদযাপন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং এগিয়ে যাওয়ার নীতির মধ্যে নিহিত, 'বড়তে রাহো' ব্যক্তিদের প্রতিদিনের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি মানুষকে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে নয়, আজ সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করার জন্য বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ডের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

ক্যাম্পেইনটিতে প্রিয় নেমা ফ্যামিলির মিস্টার এবং মিসেস নেমা, তাদের সন্তান নিও ও নিয়া এবং তাদের কুকুর পান্ডা-র ফিরে আসার গল্প রয়েছে। এইবার, পরিবারের গল্পগুলি কীভাবে আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে সকলের স্বপ্নকে পুনরায় আবিষ্কার করতে এবং বিপত্তি থেকে শেখার ক্ষমতা দেয় তার উপর ফোকাস করে তৈরি।

'মিসটেক দেখুন' - https://www.youtube.com/watch?v=ZmYbPc_wKO4

'ড্রিমস' দেখুন - https://www.youtube.com/watch?v=wNoDimFgeDY

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৪-এর নবম সংস্করণ

শিলিগুড়ি: টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ২০২৪-এর নবম সংস্করণে ইথিওপিয়ান সুতুম কেবেদে মহিলাদের শিরোপা ধরে রেখেছেন, যেখানে উগান্ডার স্টিফেন কিসা পুরুষ বিভাগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ড্যানিয়েল এবেনয়োকে হারিয়েছেন।

কেবেদে ১:১৯:১৭ সময় নিয়ে শেষ করেছেন, তারপরে ভায়োলা চেপেনজেনো (১:১৯:৪৪) এবং জিসা (১:২১:২৯)। কিসা ১:১২:৩৩ সময় নিয়ে পুরুষদের শিরোপা জিতেছেন, এর পরে এবেনিও (১:১২:৩৭) এবং অ্যান্থনি কিপচিরচির (১:১২:৫৫)। ভারতীয় দৌড়বিদদের মধ্যে, গুলভীর সিং ১:১৪:১০ সময় নিয়ে একটি নতুন ইভেন্ট রেকর্ড গড়েছেন, তারপরে সাওয়ান বারওয়াল (১:১৪:১১) এবং গৌরব মাথুর (১:১৬:৫৯)। সঞ্জীবানি যাদব ১:২৯:০৮ সময় নিয়ে মহিলাদের শিরোপা জিতেছেন, তার পরে লিলি দাস (১:৩০:৫৮) এবং কবিতা যাদব (১:৩২:১৯)। ইভেন্টটি বিভিন্ন বিভাগে ২০৫০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর সাক্ষী করে। যা এটিকে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রেসের একটি করে তুলেছে।

মধ্যপ্রদেশ: আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

নবদ্বীপ: আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে বুধবার 'সর্ববৃহৎ সমসাময়িক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ'-এর জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল ভগবদ গীতার চিরকালীন শিক্ষাগুলি প্রচার এবং মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি জনগণের সমবেত প্রয়াসকে তুলে ধরেছে। গীতা মহোৎসবের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন নিশ্চল বরোট। তাঁর নেতৃত্বে এই রেকর্ড প্রচেষ্টায় ৩,৭২১ জন অংশগ্রহণকারী একসঙ্গে ভগবদ গীতার শ্লোক পাঠ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. যাদব এপ্রসঙ্গে বলেন, এই ঐতিহাসিক অর্জন সর্বস্তরের জনগণের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রতিফলিত করেছে। এই সাফল্য মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সংগঠন ক্ষমতার প্রমাণ। এই সফল প্রচেষ্টা মধ্যপ্রদেশের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে রক্ষা ও উদযাপনে এই রাজ্যের নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং ভগবদ গীতার গভীর জ্ঞানের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যুবসঙ্গম পর্যায় ৫: আইআইটি যোধপুরের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়ারা

কলকাতা: ভারত সরকারের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত যুবসঙ্গম' কর্মসূচির পঞ্চম পর্বের অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৯ জন পড়ুয়া আইআইটি যোধপুরের জন্য রওনা হয়েছে। আইআইইএসটি শিবপুরিনে একটি ওরিয়েন্টেশন সেশন এবং ফ্ল্যাগ-অফ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে শিক্ষাবিদ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজী মাসুম আখতার উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের নোডাল ইনস্টিটিউট হল IIEST শিবপুর, রাজস্থানের নোডাল ইনস্টিটিউট হল IIT যোধপুর। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি পড়ুয়ারা ১৪-১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত আইআইটি যোধপুরে থাকবেন। এই সফরের ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধারণার বিনিময় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পর্যটন, ঐতিহ্য, অগ্রগতি, প্রযুক্তি এবং পারস্পরিক যোগাযোগের প্রচারও এই প্রয়াসের অংশ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে পড়ুয়ারা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান রাজস্থান আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়, যশবন্তথারা, মেহরানগড় ফোর্ট, তুরজিকাঝালরা, ওসিয়ান মন্দির সহ সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি ভ্রমণ করবেন এবং সেনা যুদ্ধের প্রবীণদের সাথে দেখা করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের সময় জন-মানুষের সংযোগের প্রস্তাব করেছিলেন। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত (EBSB) প্রোগ্রামটি ২০১৬ সালে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রচারের জন্য চালু করা হয়েছিল। যুব সঙ্গমে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গেছে, শেষ পর্যায়ে নিবন্ধন ৪৪,০০০ ছুঁয়েছিল। এখনও পর্যন্ত, ভারত জুড়ে ৪,৭৯৫ জন যুবক ২০২২ সালে পাইলট পর্ব সহ ১১৪ টি ট্যুরে অংশগ্রহণ করেছে। যুবসঙ্গমের পঞ্চম ধাপের জন্য কুড়িটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করা হয়েছে, একটি কর্মসূচি যার লক্ষ্য পাঁচটি ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক এক্সপোজার প্রচার করা: পর্যটন (পর্যটন), পরম্পরা (ঐতিহ্য), প্রগতি (উন্নয়ন), পরস্পর সম্পার্ক (মানুষ থেকে মানুষ সংযোগ), এবং প্রযোজকি (প্রযুক্তি)। উপরন্তু, তাদের নোডাল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে এই রাজ্য/ ইউটি-এর অংশগ্রহণকারীরা তাদের জুটিবদ্ধ রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাবে।

এসে গেল মাই মিউজ় : ভারতের প্রথম যৌন সুস্থতা সংক্রান্ত ব্র্যান্ড

কলকাতা: মাই মিউজ় হল স্বামী-স্ত্রী জুটি সাহিল এবং অনুষ্কা গুপ্তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম এবং শীর্ষস্থানীয় যৌন সুস্থতা সংক্রান্ত ব্র্যান্ড। বিগত তিন বছরে, মাই মিউজ় কার্যত এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যেখানে ভারতীয়রা যৌন আনন্দলাভকে তাঁদের সুস্থতার যাত্রার মূল অংশ হিসেবে দেখার উৎসাহ পেয়েছেন। ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে ভারতের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনুঘটক হয়ে ওঠা এই ব্র্যান্ড, মানুষকে পারস্পরিক সংযোগ এবং আত্ম-আবিষ্কারকে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করে চলেছে। মাই মিউজ়ের আত্মপ্রকাশের আগে পর্যন্ত, ভারতে উন্নত মানসম্পন্ন অন্তরঙ্গ পণ্য খুঁজে পাওয়া ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাজার ভরিয়ে রেখেছিল সস্তা, অসুরক্ষিত বিভিন্ন বিকল্প পণ্য। এবং সেগুলিকে প্রায়শই লজ্জাজনক হিসাবে বিবেচনা করে লুকিয়ে রাখা হত। সামাজিক মাধ্যমে ইনটিমেসি এবং যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা বাড়লেও ঘনিষ্ঠতা এবং অন্তরঙ্গতার আনন্দ নিয়ে কথোপকথন খুব কমই হত। সাহিল এবং অনুষ্কা বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আরও প্রফুল্ল করে তুলতে পারে এমন উচ্চ মানের পণ্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সেই বিরাট শূন্যতা পূরণ করতে কাজ শুরু করেন তাঁরা। মাই মিউজ় যখন পথ চলা শুরু করেছিল, তখন তাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পণ্য বিক্রি করা ছিল না, বরং তারা এক নতুন ধারার কথোপকথন শুরু করার উপরে জোর দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা দম্পতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বছরের পর বছর কঠোর গবেষণার ভিত্তিতে আধুনিক ভারতীয়দের জন্য বিশেষভাবে ডিজ়াইন করা এমন সব সামগ্রী তৈরি করেন- যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ, সহজ এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত। শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা এবং ভোগ ও এলে-এর মতো শীর্ষ প্রকাশনাগুলির প্রাথমিক সহায়তায় মাই মিউজ় যৌন সুস্থতার ক্ষেত্রে এক বিশ্বস্ত, পথপ্রদর্শক ব্র্যান্ড হিসাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। মাই মিউজ় ভারতে অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে আরও খোলামেলা এবং স্বচ্ছ কথোপকথনের দরজা খুলে দিয়েছে।

বিয়ের দিনে নিজেদের সেরা দেখাতে কনেদের জন্য পাঁচটি টিপস শেয়ার ইয়াসমিন করাচিওয়ালার

কলকাতা: ফিটনেস কোচ এবং পাইলেটস বিশেষজ্ঞ ইয়াসমিন করাচিওয়ালা কনেদের বিয়ের দিনে আত্মবিশ্বাসী এবং আনন্দবোধ করতে সাহায্য করার জন্য পাঁচটি টিপস শেয়ার করেছেন।

১. স্ন্যাক হিসেবে খান ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড: প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি সুষম খাদ্য খাওয়া এসময় গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালিফোর্নিয়া আমন্ড স্মার্ট স্ন্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত কারণ এতে রয়েছে অসংখ্য পুষ্টিগুণ।

২. ওয়ার্কআউট হল চাবিকাঠি: নিয়মিত ওয়ার্কআউট রক্ত সঞ্চালনকে উন্নত করে, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়ায়। প্রতিদিন তিনটি ১০-মিনিটের সেশনে ব্যায়ামের উপর ফোকাস করলে আপনি ফিট থাকবেন এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।

৩. হাইড্রেশন অপরিহার্য: হাইড্রেটেড থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হজমে উন্নতি করে, চাপ কমায় এবং ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে। একটি জলের বোতল সঙ্গে রাখুন এবং ধারাবাহিক হাইড্রেশন নিশ্চিত করতে অ্যালার্ম দিয়ে মনে করে জল খান।

৪. শ্বাস প্রশ্বাস এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজ করুন: মনকে শান্ত করতে এবং অক্সিজেন প্রবাহকে উন্নত করতে মননশীল হয়ে শ্বাস নিন এবং হালকা যোগব্যায়াম করুন।

৫. বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন: প্রতি রাতে কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টা মানসম্পন্ন ঘুমের লক্ষ্য রাখুন। ভালভাবে বিশ্রাম নিলে বিয়ের কনেকে আরো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছল দেখাবে।

ফিজিক্সওয়ালার সাথে হাত মিলিয়েছে এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইন্টারন্যাশনাল (এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল) এবং ভারতীয় এডটেক কোম্পানি ফিজিক্সওয়ালাহ (পিডব্লিউ), যৌথভাবে ভারত ইনোভেশন গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড (বিআইজি) নামে পরিচিত একটি উদ্যোগ চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল কর্মশক্তির চাহিদার সাথে শিক্ষাকে একত্রিত করা এবং নমনীয়, প্রযুক্তি-চালিত শিক্ষার পথের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করা। বিআইজি হল একটি সরকারী উদ্যোগ যার লক্ষ্য হল একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শিল্প-প্রাসঙ্গিক ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করা। এটি সরকারী সেক্টরের কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আধুনিক শাসনের চাহিদা মেটাতে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। এই উদ্যোগটি সাম্প্রতিক উন্নয়নের সাথে সারিবদ্ধ, যেমন ইউজিসি নির্দেশিকা অনলাইন কোর্সের অনুমতি দেয় এবং শিক্ষায় নমনীয়তার উপর জাতীয় শিক্ষা নীতির জোর দেয়। এটি নিশ্চিত করবে যাতে কর্মীদের জনসেবা প্রদানে সহায়তা করা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। বিআইজি-এর ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম এআই-চালিত ক্যারিয়ার নির্দেশিকা, গ্যামিফিকেশন, অভিযোজিত শেখার সরঞ্জাম এবং নিরাপদ এলএমএস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মাপযোগ্য। এটি বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের পড়ুয়াদের অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যক্তিগতকৃত শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। এই অনুষ্ঠানে, সিইও এনএসডিসি এবং এমডি এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি বলেন, "এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল ভারত ইনোভেশন গ্লোবাল উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শিল্পের চাহিদার মধ্যে ব্যবধান পূরণ করতে ফিজিক্সওয়ালাহ এর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আনন্দিত। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াদেরকে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা। অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হল উদ্ভাবনী শিক্ষার পথ তৈরি করা, যাতে চাকরির জন্য প্রস্তুত ব্যক্তিরা ভারতের বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।"

মেরিনো কলকাতায় আর্কিটেক্ট এবং ডিজাইনারদের অনুপ্রেরণার এক্সক্লুসিভ সন্ধ্যার আয়োজন

কলকাতা: মেরিনো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কলকাতার মার্জিত রাজকুটির বুটিক হোটেলে মেরিনো মানান-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। যার থিম ছিল "থটফুল ডিজাইন সলিউশন বাই মেরিনো"। এই এক্সক্লুসিভ সন্ধ্যা চিন্তাপূর্ণ ডিজাইনের মাধ্যমে ডিজাইন জগতের সমাধান উদযাপন করে।

ইভেন্টটি আর্কিটেক্ট, ডিজাইনার এবং চিন্তাশীল নেতৃত্বকে এক সঙ্গে এনেছে। লক্ষ্য চিন্তাশীল ডিজাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের অভিজ্ঞতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা। মি মনোজ লোহিয়া, ডিরেক্টর, মেরিনো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ডিজাইন করার সময় সহানুভূতি এবং চিন্তাশীলতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ইভেন্টে মেরিনোর সাম্প্রতিক অফারের প্রদর্শন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সম্পাদ ল্যামিনেট কালেকশন এবং মিস্টিক, একটি নতুন বিশ্রামাগার কিউবিকেল মডেল। দুই নেতৃস্থানীয় আর্কিটেক্ট এই ডিজাইনের বিষয়ে তাদের ভিউ শেয়ার করেছেন। এতে থাকা সহানুভূতি এবং অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক, এবং জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা, মি সঞ্জয় নাগ, গল্প বলার কৌশলের ওপর বক্তব্য দিয়েছেন। এভাবেই মেরিনো মানান একটি ভ্রমণে সহযোগী প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।